25

তারিখ ... 22 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা বোর্ডের একি শিক্ষা?

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক হিসাবে সোনালী ব্যাংকের চেক ইস্যু করিয়া থাকে। চেকের উপরিভাগে লেখা আছে : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/ঢাকা সোনালী ব্যাংক/বিআইএসই শাখা, ঢাকা। ইহার নীচে লাল কালিতে মুদ্রিত 'অনূর্দ্ধ টাকা' লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সোনালী ব্যাংক শিক্ষা বোর্ডের চাহিদা মোতাবেক সম্ভবত উল্লেখিত চেক বই ছাপাইয়া থাকে। আর বোর্ড উহা সংরক্ষণ করিয়া গ্রহীতাদের প্রদান করে। বোর্ডের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সংস্থার চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী তাহাদের স্বাক্ষর দান করিয়া কিরূপে অশুদ্ধ বাংলা 'অনূর্দ্ধ' ধারণকৃত চেক বিদগ্ধ মহলে দেদার চালাইয়া যাইতেছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 'একটা দিলেই হলো' বা 'এতে কিছু আসে যায় না' এই ধরনের মানসিকতাই বোর্ড কর্তৃপক্ষের পশ্চাতে কাজ করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাহা না হইলে 'অনূর্দ্ধ' কেন 'অনূর্ধ্ব' রূপে চেক বইয়ের পাতায় দৃষ্ট হইতেছে না? এভাবেই শিক্ষা বোর্ডের বদৌলতে ক্রমান্বয়ে আমরা ভুল শিক্ষার সহিত জড়াইয়া পড়িতেছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমরা আশা করিব, শিক্ষা বোর্ড কর্তব্যকর্মে আরো দায়িত্বশীল ও মনযোগী হইতে কার্পণ্য করিবেন না যাহাতে 'অনূর্ধ্ব' আর 'অনূর্দ্ধ' না থাকে।

—এম, এস রহমান, ঢাকা।